5) what is called padartha according to vaisesikas? what are the diffarent padarthas attmited by them? Give a brief accound of any one of them?

বৈশেষিক মতে পদার্থ কী? তাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গুলিকে কি বলে? তাদের মধ্যে যে কোন একটি আলোচনা কর?

Ans— ন্যায় দর্শনে প্রমাণের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে প্রমেয় বা জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়বস্তু গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"নিয়ত পদার্থ বাদিন নৈয়ায়িকা:
নিয়ত পদার্থ বাদিনশ্চ বৈশেষিকা",

পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বলেছেন "পদস্য অর্থ পদার্থ" পদের যা অর্থ অর্থাৎ পদের দ্বারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হয় বা বোঝান হয় তাই পদের অর্থ। ঘট, পট ইত্যাদি এক একটি পদ এবং এই সব পদ যে সব বস্তুকে বোঝায় তাই পদার্থ। ঘট হচ্ছে 'ঘট' পদের অর্থ। পট হচ্ছে 'পট' পদের অর্থ। তাই ঘট ও পট হল পদার্থ। পদার্থ মাত্রই জ্ঞেয় এবং অভিধেয়। 'ঘট' পদের দ্বারা যে অর্থকে অর্থাৎ 'ঘট' বস্তুকে বুঝতে হলে ঘটের জ্ঞান প্রয়োজন। তাই পদার্থ মাত্রই জ্ঞেয়। আবার পদার্থ নামের দ্বারা বাচ্য, তাই পদার্থ ~~অর্থ~~ অভিধেয়। ঘট পদার্থকে 'ঘট' নামে এবং পট পদার্থকে 'পট' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব পদার্থ মাত্রই জ্ঞেয় এবং অভিধেয়।

বৈশেষিক

বৈশেষিক দর্শনে মোট সাত প্রকার পদার্থকে স্বীকার করা হয়েছে। এই পদার্থ গুলি হল— (i) দ্রব্য (ii) গুণ (iii) কর্ম (iv) সামান্য (v) বিশেষ (vi) সমবায় ও (vii) অভাব। এই পদার্থ গুলিকে আবার

দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা- ভাব পদার্থ এবং অভাব পদার্থ। অস্তিত্ব সূচক পদার্থ হল ভাব পদার্থ এবং নাস্তিত্ব সূচক পদার্থ হল অভাব পদার্থ। বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে ভাব বস্তু যেমন- জ্ঞানের বিষয় অভাব বস্তু ও তেমনি জ্ঞানের বিষয়। টেবিলে বই আছে বললে যেমন টেবিলে বইয়ের অস্তিত্বের জ্ঞান হয় তেমনি টেবিলে বইয়ের অভাব বললে টেবিলে বইয়ের অনস্তিত্বের জ্ঞান হয়। এই বৈশেষিক মতে অভাব হল একটি সপ্তম পদার্থ।

৭ম আরেকটি পদার্থ বৈশেষিকগন স্বীকার করেছেন তা হল সমবায় হল একটি পদার্থ। এটি ন্যায় বৈশেষিক স্বীকৃত পদার্থ। সমবায় এক প্রকার সম্বন্ধ। সম্বন্ধ হল যার দ্বারা দুটি পদার্থের মিলন হয় বলতে তাকেই বলা হয় সম্বন্ধ। সম্বন্ধে দুটি দুটি আধার-আধেয় সম্বন্ধে মিলিত হয় এবং বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে বিশিষ্ট বুদ্ধি তৈরি হয়। টেবিলের সাথে বই মিলিত হয়ে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে প্রতিভাত হওয়ায় 'বইটি টেবিলে', এই বিশিষ্ট বুদ্ধি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সম্বন্ধ প্রধানত দুই প্রকার যথা- (i) বৃত্তি নিয়ামক এবং (ii) বৃত্তি অনিয়ামক। প্রথম প্রকার আধার আধেয় সম্বন্ধ। দ্বিতীয় প্রকারের সম্বন্ধ এর বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় টেবিলের সাথে বইয়ের সম্বন্ধ আধার আধেয় সম্বন্ধ তথা বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ। আবার বৃত্তি দিক দেবদত্তের সাথে চৈত্রের সম্বন্ধ বৃত্তি অনিয়ামক সম্বন্ধ।

অবয়বের সাথে অবয়বীর, গুণের সাথে দ্রব্যের, দ্রব্যের সাথে গুণের, দ্রব্যের সাথে কর্মের, জাতির সাথে ব্যক্তির,

নিত্য দ্রব্যে অর্থাৎ দ্রব্যে বিদ্যমান যে বিশেষ তার সম্বন্ধ সমবায় বলে পরিচিত। এই ক্ষেত্রে যুক্তির প্রত্যক্ষীতে সম্বন্ধী পদার্থ দুটি আধার এবং আধেয় রূপে প্রকাশিত। অবয়বী অবয়বে আছে বলে আমাদের বোধ হয়। যেমন বস্ত্র তন্তু আছে বলে আমাদের প্রতীতি হয়। গুণ দ্রব্যে আছে বলে আমাদের বোধ হয় থাকে। যেমন টেবিলের লালরঙ রং টেবিলের আছে বলে জ্ঞান, কর্ম দ্রব্যে আছে বলে জ্ঞান হয়। বলটির গতি বলটিতেই বর্তমান বলে প্রতীতি হয়। জাতিতে ব্যক্তি আছে বলে বোধ হয়। বিশেষ নিত্য দ্রব্যে আছে বলে প্রতীতি জন্মে। যেমন প্রত্যেক আকাশ বিশেষ নিত্য সেই পরমাণুতে আছে বলে জ্ঞান হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সমবায় বৃত্তি নিয়ামক সিদ্ধান্ত।

কিন্তু যেকোন বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধই সমবায় নয়। গাছের সঙ্গে পাখির সম্বন্ধের ফলে আমাদের জ্ঞান হয় 'গাছে পাখি আছে'। কিন্তু গাছের সঙ্গে পাখির যে সম্বন্ধ তা কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ নয়। এই সম্বন্ধকে বলা হয় সংযোগ। ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন যে সমবায় সম্বন্ধ বৃত্তি নিয়ামক এবং তা দুটি অযুত সিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ। পাখি ও গাছের সম্বন্ধ তা বৃত্তি নিয়ামক কিন্তু যেহেতু পাখি ও গাছের এই দুটি পদার্থ যেহেতু যুতসিদ্ধ সেহেতু এই দুটি পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ হতে পারে না। অযুত সিদ্ধ পদার্থ বলতে কী কী বোঝায়? যে দুটি পদার্থ একের উভয়ের সত্তা কালে আধার আধেয় ভাবে অবস্থিত না হয়ে থাকতে পারে না সেই পদার্থ দুটিকে বলে অযুত সিদ্ধ পদার্থ। যেমন অবয়ব, অবয়বী দ্রব্য, গুণ, দ্রব্য-কর্ম, ব্যক্তি-জাতি, নিত্য দ্রব্য বিশেষ ইত্যাদি।

আচার্যগণ দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়ে থাকে। প্রশ্ন হল তথা কথিত অযুত সিদ্ধ পদার্থ গুলি কি ভিন্ন পদার্থ? গুন যখন গুনিকে পরিহার করে অন্যত্র থাকতে পারে না, তখন গুন ও গুনিকে পৃথক বস্তু বলা ঠিক হবে কি? অযুত সিদ্ধ বলে কথিত অন্যান্য যুগ্ম পদার্থ গুলির সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন। যেমন ক্রিয়া, ব্যক্তি - জাতি, নিত্য দ্রব্য বিশেষ, অবয়ব অবয়বী এরা কি ভিন্ন পদার্থ? উত্তরে ন্যায় বৈশেষিকগণ বলবেন অবশ্যই এরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। আমাদের গুণ বুদ্ধি ও গুনি বুদ্ধি ভিন্ন। একই যুক্তিতে অন্যান্য যুগ্ম পদার্থ গুলিও তাদের অনুভব ভিন্ন ভিন্ন বলে সিদ্ধ হয়। অতএব সমবায় সম্বন্ধ দুটি অযুত সিদ্ধ অথচ ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অনুযোগী ও প্রতিযোগী দুটি ভিন্ন পদার্থ, অথচ এই অনুযোগী ও প্রতিযোগী তাদের উভয়ের সত্তা কালে আধার আধেয় বলে গণ্য হয়ে থাকে।

এই সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্রই এক সম্বন্ধী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়। যেমন একটি বিশেষ কালের মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধ কালে বর্তমান সেই একই সমবায় মনুষ্যত্ব ও একটি মানুষের মধ্যে ও সম্বন্ধ রূপে বর্তমান। কিন্তু এমন কথা মানা হচ্ছে, সম্বন্ধী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সম্বন্ধ কেন এক হবে? উত্তরে বলা হয় সমবায় এক কেননা সমবায় সর্বত্র একাকার প্রতীতি উৎপন্ন করে।

এই প্রতীত হল এই প্রতীতি। অর্থাৎ 'ঘটে ঘটত্ব আছে' এরকম জ্ঞান হয়। অন্য সমবায়কে এক বললেও কিছু কিছু আপত্তিরও সম্মুখীন হতে হয়। সমবায় এক হলে রূপসমবায় ও স্পর্শ সমবায়কে এক বলতে হয়। যেমন বায়ুতে স্পর্শ সমবায় আছে, যেহেতু স্পর্শ সমবায় ও রূপসমবায় এক তাই বলতে হয় যে বায়ুতে রূপসমবায় আছে। তাহলে বায়ুতে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না কেন? উত্তরে ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন বায়ুতে রূপ সমবায় থাকলেও রূপ নেই তাই রূপের প্রত্যক্ষ হয় না।

সমবায় শুধু এক নয়, নিত্য ও বটে। এই সম্বন্ধ এক হলেও যে নিত্য হবে সে অতি সহজেই বোঝায়। যেমন আকাশ নিত্য দ্রব্য আকাশে যে দ্রব্যত্ব, তাতে বর্তমান তাও নিত্য। সমবায়ের আশ্রয়ই ধ্বংস না থাকলে সমবায় ধ্বংস হতে পারে না। কিন্তু সমবায় যদি আর অনুযোগী ও প্রতিযোগীতে সমবায় সম্বন্ধে না থাকে তাহলে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা কি প্রকারের সম্বন্ধ? উত্তরে ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন যে এই সম্বন্ধ স্বরূপ সম্বন্ধ। স্বরূপ সম্বন্ধ হল সেই সম্বন্ধ যেখানে সম্বন্ধী পদার্থ দুটির যেকোন একটির স্বরূপই সম্বন্ধ রূপে কাজ করে।

সংযোগ সম্বন্ধ সহজে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে সমবায়ী দুটি দ্রব্যই হবে এমন নিয়ম নেই। সমবায় এক ও সংযোগ বহু ও অনিত্য। বৈশেষিকের মতে দুইয়ের সংযোগ ও [illegible] মতে ঘটে সংযোগী দুটি ভিন্ন সংযোগী। প্রত্যেকটি সংযোগেই এক বিশেষ সমবায় উৎপন্ন হয় এবং নিজস্ব সমবায় বিনষ্ট হয়।

সমবায়ে উৎপন্ন হয় এবং বিক্ষয়ে সময়ে বিনষ্ট হয়।